নির্বাচন কমিশনের সংস্কার

অতি সম্প্রতি বিএনটি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিএনপি নেতৃত্বকে আহবান জানিয়েছেন এই বিষয়ে একটি সংলাপে বসার জন্য। আমরা এখন সবাই অপেক্ষা করছি দেখার জন্য এই সংলাপ কবে অনুষ্ঠিত হবে এবং তার ফলাফল কি হবে।

এই সংলাপের লক্ষ্য যেহেতু নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, সেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমরা মনে করি, আমাদেরও এই বিষয়ে কিছু বলার আছে।

আমাদের পেপারগুলো যারা নিয়মিত পড়েন যারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা ২০০৯ সালে প্রকাশিত **"অবয়বহীন দুর্নীতি"** শীর্ষক পেপারে দেশ থেকে দুর্নীতি নিরসনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাবনা তুলে ধরছিলাম। এর একটি প্রস্তাবনা নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত।

এই পেপারে আমরা উল্লেখ করেছিলাম নির্বাচনের প্রচারণাখাতে বিপুল ব্যয় দেশে রাজনৈতিক দুর্নীতির একটি প্রধান কারণ এবং এই দুর্নীতি দুর করার জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল নির্বাচনকালীন প্রচারণার দায়িত্ব যেন সরকারিভাবে নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়।

যারা এই পেপারটি এখনো পড়েননি, তারা বাংলায় লেখা পেপারটির ৪৮-৫৮ পৃষ্ঠা পড়ে দেখতে পারেন (http://www.ideasfd.org/assets/Paper1.pdf) ।

নির্বাচন কমিশনের উপর প্রচারণার দায়িত্বভার দেয়ার এই আইডিয়াটি আমাদের নয়। আমরা এই আইডিয়াটি পেয়েছিলাম আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দের কাছ থেকে যখন তারা ২০০৫ সালে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবনায় এই আইডিয়াটির উল্লেখ করেছিলেন।

পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়ে একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন **"প্লীজ, সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলুন"** শিরোনামে যা প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক যুগান্তরে। এই আর্টিকেলে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন,

".... নির্বাচনে যাতে কালো টাকা ও সন্ত্রাসীরা প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্য নির্বাচন পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তাহলো, প্রার্থী যারা হবে তাদের পোস্টার সরকার করে দেবে। নির্বাচনের সব খরচ জাতীয় সরকার বহন করবে। প্রার্থী শুধু বাড়ী বাড়ী যেতে পারবে। সভা-সমাবেশ এক সাথে করতে পারবে। একই মঞ্চে দাঁড়াবে। এজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে নিরপেক্ষভাবে। এভাবে দুটো উপনির্বাচন হয়। কিশোরগঞ্জে উপনির্বাচনে একজন স্কুল শিক্ষক জয়ী হন। ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাই হেরে যান। ক্ষমতায় ছিলেন বলে ভাইকে জেতাতে কারচুপিও করেননি, ক্ষমতার প্রভাবও খাটাননি।"

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশনের একটি সংস্কার প্রস্তাব করেছিলেন যা বাস্তবায়িত হলে বদলে যেতে পারে অনেক কিছু

এই সংস্কার প্রস্তাব যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এর প্রভাব সুদুরপ্রসারী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একজন প্রার্থীর নির্বাচন চালানোর টাকা আছে কি নেই, তখন তা আর বিবেচ্য বিষয় হবে না। ফলে একজন যোগ্য এবং শিক্ষিত প্রার্থী, অথচ যার অঢেল টাকা নেই, এমন ব্যক্তির পক্ষেও নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা সম্ভব হবে।

ফলে সমাজে ভাল কাজের প্রতিযোগিতা বাড়বে। বাড়বে যোগ্যতা দিয়ে মানুষের ভালোবাসা আদায়ের প্রতিযোগিতা।

অতি সম্প্রতি ইন্ডিয়ান মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি ইন্ডিয়ান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নির্বাচন ব্যবস্থায় এই ধরনের একটি সংস্কারের চিন্তাভাবনা করছেন।

আমরা জানিনা ইন্ডিয়ান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইডিয়া থেকে এই বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছেন কিনা। যদি হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা বলব বাংলাদেশ এখন শুধু গার্মেন্টস, সিরামিক কিংবা প্লাস্টিক দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ নয়, বাংলাদেশ এখন আইডিয়া রপ্তানিকারকও।

আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই তিনি যেন সর্বদলীয় সংলাপে নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ সংস্কার প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য বিবেচনা করেন। যদি সবাই এই প্রস্তাবে সায় দেন, এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবনাটির পরীক্ষা যদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে দুর্নীতি দমনের যুদ্ধে বাংলাদেশের নাম উঠে যেতে পারে ইতিহাসের পাতায়।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
ডিসেম্বর ১৭, ২০১৬

ছবিসূত্রঃ www.bdnews24.com; www.ctvnews.ca